মানববিদ্যা গবেষণাপত্র ॥ পঞ্চম সংখ্যা ॥ আষাঢ় ১৪২৮ ॥ জুলাই ২০২১ ॥ ISSN 2518-5853
কলা অনুষদ ॥ জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ

নৈতিক আলোচনায় এরিস্টটলের সদগুণ: একটি সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা

মোঃ কাহারুল ইসলাম*

গবেষণা-সারসংক্ষেপ: মানব মনে সত্য (Truth), সুন্দর (Beauty), এবং ভাল (Good) এর একটি আবশ্যিক জৈবিক ঐক্য রয়েছে। এদের অন্তর্নিহিত মূল্য আছে। মানব মনের এই তিনটি বিষয়ের একটি বিষয় নৈতিক আলোচনার সাথে যুক্ত, সেটি হলো—ভালত্ব। বিভিন্ন দার্শনিক নৈতিক ভালত্ব সম্পর্কে বিভিন্নভাবে আলোচনা করেছেন। গ্রীক দার্শনিক এরিস্টটলের (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) মতে আমাদের প্রবৃত্তিসমূহ বিচার-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়। তিনি অভ্যাসের মাধ্যমে প্রবৃত্তিসমূহকে নিয়ন্ত্রণে রেখে কার্য সম্পাদন করার মধ্যক নির্ণয়ের উপায়কে সদগুণ বলেছেন। তাঁর মতে, সদগুণ মানুষের মধ্যে সহজাতভাবে থাকে না, এটি অর্জনের বিষয়। মানুষ শিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে সদগুণ অর্জন করে। অর্জিত সদগুণকে অধিকতর চর্চার মাধ্যমে মানুষ তার আচরণের উৎকর্ষ ঘটায়। এরিস্টটল সদগুণকে ব্যক্তির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিসেবে অভিহিত করেছেন; যে বৈশিষ্ট্য অর্জনে ব্যক্তির যুক্তি-বুদ্ধির ভূমিকা রয়েছে। বর্তমান সময়ে মানুষ যেভাবে আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগবাদী হয়ে পড়ছে, তাতে এরিস্টটলের সদগুণ সম্পর্কিত নৈতিক মতাদর্শ আমাদের এই আত্মকেন্দ্রিক হবার প্রবণতা থেকে ফিরিয়ে আসার জন্যে সহায়ক হতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে এরিস্টটলের নৈতিক সদগুণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা, মূল্যায়ন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই মতাদর্শের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস থাকবে।

ভূমিকা

মানুষ অভ্যাসগতভাবেই সামাজিক জীব। মানুষকে তার ব্যক্তিগত জীবনে কিংবা সামাজিক জীবনে প্রতিনিয়ত একটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, তা হলো মানুষের কি করা

*সহকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ, বাংলাদেশ।

উচিত? এই ধরনের চিন্তা আমাদের অনেক সময় তাড়িত করে যে আমরা কি উচিত কিংবা সঠিক কাজটি করেছি বা করতে পেরেছি? নৈতিক আলোচনা এই ধরনের চিন্তার সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই সমাজের পরিসরে নৈতিক আলোচনার গুরুত্ব অপরিসীম; দর্শনের চৌহদ্দীতেও প্রাচীন যুগ থেকে বর্তমান পর্যন্ত নৈতিক আলোচনা গুরুত্ব পেয়েছে। আজ থেকে প্রায় দুই হাজার চারশত বছর আগে গ্রীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সন্তান এরিস্টটল (৩৮৪-৩২২ খ্রি.পূ.) যে সকল নৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন সেগুলো এখনকার প্রেক্ষিতেও জীবন্ত রয়েছে। তাঁর যুক্তিভিত্তিক আলোচনা এবং নৈতিক সমস্যাগুলো সমাধানের প্রচেষ্টা এখনকার নীতিদার্শনিকদেরকেও পথের নির্দেশনা দিচ্ছে। এরিস্টটল রচিত নৈতিকতা সম্পর্কিত তিনটি গ্রন্থ রয়েছে—*Eudemian Ethics, Magna Moralia* এবং *Nicomachean Ethics*। "প্রথম দুইটি গ্রন্থ এরিস্টটল রচিত কি না এ সম্পর্কে বিতর্ক থাকলেও তৃতীয় গ্রন্থটি অর্থাৎ *নিকোম্যাকিয়ান এথিক্স* (*Nicomachean Ethics*) যে এরিস্টটল রচিত তা প্রায় বিতর্কের ঊর্ধ্বে।" (Russell 1961: 185) এরিস্টটলের নৈতিকতা সম্পর্কিত মত পাওয়া যায় এই *নিকোম্যাকিয়ান এথিক্স* গ্রন্থ থেকেই। এরিস্টটল নৈতিক আলোচনাকে ব্যবহারিক বলে গণ্য করেছেন। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং নীতিবিদ্যা দুটোকেই তাত্ত্বিক না বলে ব্যবহারিক বলে অভিহিত করেছেন। বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে যতই এরিস্টটলের মানসিক বিকাশ হতে শুরু করে ততই তাঁর মন বিজ্ঞানের খুঁটিনাটি ছেড়ে স্বভাব ও চরিত্রের বৃহত্তর ও অস্পষ্ট সমস্যাবলির দিকে ঝুঁকে পড়ে। তিনি স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলেন ব্যবহারিক জীবনের সব প্রশ্নের শেষ প্রশ্ন হলো—উত্তম জীবন কোনটি? জীবনের পরম ভালো কি? কিভাবে আমরা সুখ আর পরিপূর্ণতা খুঁজে পাবো? এরিস্টটলের মতে, মানুষের পরম উদ্দেশ্য হলো "ইউডেইমোনিয়া" (Eudaemonia) যার ইংরেজি অনুবাদ করা হয়েছে "Happiness" বলে, আর বাংলা হিসেবে বলা যায় "সুখী অবস্থা বা আনন্দ অবস্থা"। তিনি প্রথমেই খোলাখুলিভাবে স্বীকার করে নিয়েছেন যে সুখই মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্য। এই সুখ প্রাপ্তির উপায় কী? এক্ষেত্রে এরিস্টটল মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেন। তাঁর মতে, মানুষের বিশেষ মানবীয় গুণ ও তার সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে সুখ। মানুষের সবচেয়ে বিশেষ এবং শ্রেষ্ঠতম গুণ হচ্ছে তার যৌক্তিক চিন্তা করার ক্ষমতা বা শক্তি। এই যৌক্তিক ক্ষমতার দ্বারা জীবনকে চালিত করা এবং যৌক্তিক নীতি অনুযায়ী জীবন-যাপন করার মাধ্যমে মানুষ তার পরম সুখ লাভ করতে সক্ষম হয়। এরিস্টটলের ভাষায়, "মানুষের সর্বোচ্চসুখ হচ্ছে তার কর্মের পূর্ণাঙ্গ এবং অভ্যাসগত অনুশীলন যা তাকে সত্যিকারের মানব সত্ত্বায় পরিণত করে।" (Thilly 1978: 114) তিনি আরো বলেন যে, যৌক্তিক চিন্তার মাধ্যমে প্রাপ্ত যৌক্তিক নীতি অনুসরণে সদগুণের চর্চার দ্বারা মানব জীবন পূর্ণতা লাভ করে। সন্তোষজনকভাবে পূর্ণাঙ্গ পরম উদ্দেশ্যটিকে মানব জীবনে বাস্তবায়ন করতে হলে মানুষকে এই সদগুণের চর্চা সারা জীবন ধরেই করে যেতে হবে। এরিস্টটলের নৈতিক আলোচনায় তিনটি বিষয় পরিলক্ষিত হয়—সুখ (Eudaemonia), সদগুণ (Virtue) এবং আত্মোপলব্ধি (Self-realization)। আলোচ্য প্রবন্ধটি এরিস্টটলের

নৈতিক সদগুণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা, মূল্যায়ন এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে এই মতাদর্শের যৌক্তিকতা সম্পর্কে আলেচনা করার প্রয়াস থাকবে।

এরিস্টটলের সদগুণ

নৈতিক আলোচনায় এরিস্টটল তাঁর যুগের শিক্ষিত ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মতামতকে প্রতিফলিত করেছেন। এরিস্টটলের আগে তাঁর গুরু প্লেটোর নৈতিক শিক্ষা মানবজাতির বাস্তবতাকে অতিক্রম করে কাল্পনিক আদর্শে পরিণত করেছে। সেক্ষেত্রে এরিস্টটল ধীরস্থিরভাবে বাস্তবসম্মত নির্দেশনা দিয়েছেন। প্লেটো মানবজাতির আবেগ-অনুভূতি, কামনা-বাসনা ও ইচ্ছার স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে এই জগৎ বহির্ভূত একটি "আদর্শ ভালো" এর অনুসন্ধান করেছেন, আর এরিস্টটল সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মানব অভিজ্ঞতার আলোকে "ভালো কী" এর অনুসন্ধান করেছেন।

নৈতিক আলোচনার একটি অন্যতম বিষয় হলো মানুষের পরম উদ্দেশ্যের স্বরূপ ও তার অনুসন্ধান করা। আমরা সাধারণত একটি বস্তুকে পাওয়ার কামনা করি অন্য একটি বস্তুর জন্য। আবার দ্বিতীয় বস্তুটিকে কামনা করি তৃতীয় বস্তুর জন্য। কিন্তু এভাবে যদি উপায় এবং উদ্দেশ্যের ধারা অনবরত চলতে থাকে তাহলে আমাদের সকল কামনা-বাসনা ও কার্যাবলি তুচ্ছ ও উদ্দেশ্যবিহীন হয়ে পড়বে। কাজেই মানুষের সকল কার্যাবলির একটা পরম উদ্দেশ্য থাকা দরকার। এরিস্টটলের মতে, মানুষের এই পরম উদ্দেশ্য হলো "সুখ"। এরিস্টটল বলেন, "প্রত্যেকেই এই উদ্দেশ্যের সঙ্গে একমত, তা হলো সুখ। যা সকল মানুষ খোঁজে, যা তাদের সকল কাজের উদ্দেশ্য, এটা তারা তাদের কামনার লক্ষ্যেই কামনা করে এবং সুখ বহির্ভূত কোন কিছুর জন্য করে না।" (Stace 1967: 314) এরিস্টটল মানুষের পরম উদ্দেশ্যকে নির্ধারণের পর সেই পরম উদ্দেশ্য অন্বেষণের জন্য মানুষের সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় জীবন কেমন হওয়া উচিত সেটা প্রথমে নির্ধারণের চেষ্টা করেন। এরিস্টটলের মতে, মানুষের সর্বাপেক্ষা বাঞ্ছনীয় জীবন হলো বুদ্ধিবৃত্তিক বা চিন্তনরত জীবন। তিনি এই জীবনকে মানুষের জন্য সর্বোত্তম জীবন বলেছেন। তাঁর মতে, মানুষ এই জীবনকে এই জীবনের জন্যই পছন্দ করে নেয়; এবং এই জীবন-যাপনের মধ্যেই মানুষের সমস্ত সন্তুষ্টি রয়েছে, এই সন্তুষ্টি প্রাপ্তির জন্য অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন পড়ে না। এরিস্টটল বলেন, মানুষ অন্যান্য প্রাণী থেকে আলাদা কারণ মানুষের মধ্যে একটি বিশেষ বৃত্তি রয়েছে যা মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে শ্রেষ্ঠতর করেছে। মানুষের সেই বৃত্তিটি হলো যৌক্তিক চিন্তা করার বৃত্তি বা ক্ষমতা। মানুষ যদি যৌক্তিক চিন্তা করার মাধ্যমে প্রাপ্ত যৌক্তিক নীতি অনুসরণ করে সদগুণের চর্চা করে তবে মানুষ তার পরম উদ্দেশ্য সুখ লাভ করবে। তবে সন্তোষজনকভাবে পূর্ণাঙ্গ পরম উদ্দেশ্যটিকে জীবনে বাস্তবায়ন করতে হলে এরিস্টটলের মতে এই সদগুণের চর্চা মানুষকে সারাজীবন করে যেতে হবে।

যৌক্তিক নীতিটি অনুসরণে সদগুণের চর্চাকে সুখী-অবস্থায় পৌঁছানোর একমাত্র উপায় বলে এরিস্টটল সদগুণের প্রকৃতি এবং প্রকার নিয়ে সবিস্তর আলোচনা করেন। সদগুণ শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হচ্ছে *Virtue*, যা গ্রীক শব্দ *Arete* এবং ল্যাটিন শব্দ *Virtus* থেকে এসেছে। গ্রীক এবং ল্যাটিন শব্দগুলো মূলত সামর্থ্য বা মেধাকে বুঝায়। এই সামর্থ্য নৈতিক বা বৌদ্ধিক হতে পারে আবার দৈহিকও হতে পারে। এরিস্টটল সদগুণের ব্যাখ্যায় গ্রীক বা ল্যাটিন অর্থ থেকে সরে এসেছেন। তাঁর মতে, সদগুণ হলো মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। যে বৈশিষ্ট্য অর্জনে মানুষের যুক্তি-বুদ্ধির ভূমিকা রয়েছে। অর্থাৎ মানুষের ইচ্ছার দ্বারা বিচার বুদ্ধির মাধ্যমে গঠিত মনের স্থায়ী অবস্থা হলো সদগুণ। সদগুণের কারণেই মানুষের আচরণ বা কাজ প্রশংসিত হয়। সদগুণ মানুষের মাঝে সহজাত (Innate) অবস্থায় থাকে না। এটি সম্পূর্ণ মানুষের অর্জিত বিষয়। মানুষ সদগুণ অর্জন করে শিক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা থেকে। অর্জিত সদগুণের চর্চা করে মানুষ তার আচরণের উৎকর্ষ ঘটায়। অর্থাৎ এরিস্টটল এর মতে, ব্যক্তির চরিত্র বিকশিত হয় সদগুণ চর্চার মধ্য দিয়েই, এবং কর্মের মাধ্যমে আচরণে এর প্রকাশ ঘটে। তবে সদগুণ অর্জন হলেই যে সুখ অর্জন হবে এমন নয়, কারণ সুখ এবং সদগুণ অভিন্ন নয়। একজন ব্যক্তিকে "সুখী" বলা না গেলেও সদগুণ অর্জনকারী বলা যায়। সদগুণ ব্যক্তি চরিত্রের বৈশিষ্ট্য হলেও সদগুণ কোন আবেগ নয়। কারণ সদগুণের জন্যে ব্যক্তির আচরণ প্রশংসিত বা ভাল হিসেবে বিবেচিত হয়। এরিস্টটল বলেন,"সদগুণ অথবা মন্দগুণ কোনটি আবেগ নয়, কারণ আমাদেরকে ভাল অথবা মন্দ বলা হয় না আবেগবৃত্তির উপর ভিত্তি করে। বরং তা বলা হয় আমাদের সদগুণের ভিত্তিতেই।" (বেগম ২০১৮: ৬৮)

এরিস্টটল সদগুণকে দুইভাগে ভাগ করেছেন—একটি হলো বৌদ্ধিক (Rational), অপরটি হলো নৈতিক (Moral)। বৌদ্ধিক সদগুণগুলো আমরা শিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করি, পক্ষান্তরে বারবার চর্চার মাধ্যমে আমরা নৈতিক সদগুণগুলো অভ্যাসে পরিণত করি। এরিস্টটলের ভাষায়,

> বৌদ্ধিক সদগুণগুলো প্রধানত তার উদ্ভব এবং বিকাশ এই উভয়েরই জন্য শিক্ষণের উপর নির্ভরশীল (যেই কারণে প্রয়োজন হয় সময় এবং অভিজ্ঞতা)। নৈতিক সদগুণ আবার বাস্তবায়িত হয়ে থাকে অভ্যাসের ফল হিসেবে। (বেগম ২০১৮: ৬১)

মোট কথা শিক্ষা থেকে বৌদ্ধিক সদগুণ এবং অভ্যাস থেকে নৈতিক সদগুণের সৃষ্টি হয়। ফলে বৌদ্ধিক হোক বা নৈতিক যা-ই হোক সদগুণ আমাদের অর্জিত। এগুলো পূর্ব থেকেই আমাদের মধ্যে অবস্থান করে না। রেনে ডেকার্ট যেমন বলেছিলেন মানুষ কতকগুলো সহজাত ধারণা (Innate Ideas) নিয়ে জন্মায়, যেগুলো পূর্ব থেকেই মানুষের মনে অবস্থান করে। এই ধারণাগুলো সম্পর্কে মানুষের মন স্বাভাবিক চিন্তা করে। এরিস্টটলের সদগুণ এইরূপ পূর্ব থেকে মানুষের মনে অবস্থান করে না। অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত থাকে বলেই যেমন একজন অভিনেতা, ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকে বলেই

যেমন একজন ব্যবসায়ী ঠিক তেমনি ন্যায় কর্মের সঙ্গে যুক্ত থাকে বলেই একজন ন্যায়বান মানুষ, সাহসী কাজ করে বলেই একজনকে আমরা সাহসী মানুষ বলে গণ্য করি। এরিস্টটল তাই যথার্থই বলেছেন যে সদগুণ আমাদের অর্জিত বিষয়। তবে অর্জিত সদগুণগুলো অপরিবর্তনশীল নয়, এগুলো পরিবর্তনশীল। আমরা যতই সদগুণের চর্চা করি ততই তা উৎকর্ষ লাভ করে।

এরিস্টটল বলেন, সদগুণের সাথে মৌলিক নীতির সমন্বয় সাধন করতে হবে। একজন ব্যক্তিকেই বুঝতে হবে কোন কাজটি সময় এবং অবস্থার প্রেক্ষিতে বিবেচ্য, কোন কাজটি কোন ক্ষেত্রে বেছে নিতে হবে। তাঁর মতে, কোন কাজের মাত্রাগত স্বল্পতা যেমন মন্দ তেমনি একই কাজের মাত্রাতিরিক্ততাও মন্দ। পরিমাণমত খাদ্য গ্রহণ করা আমাদের শারীরিক সুস্থতার জন্য ভাল কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত খাদ্য গ্রহণ কিংবা প্রয়োজনের তুলনায় কম খাদ্য গ্রহণ আমাদের শারীরিক অসুস্থতার জন্য দায়ী হতে পারে। কাজেই শরীরকে সুস্থ রাখতে হলে আমাদের সঠিক অনুপাতে খাদ্য গ্রহণ করতে হবে। একইভাবে যে ব্যক্তি আত্মবিশ্বাসী, অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় সে সাহসী কিন্তু যে ব্যক্তি আত্মবিশ্বাসহীন, ভীরু এবং হঠকারী, অন্যায়কে প্রতিরোধ করতে ভয় পায়, সে হয় কাপুরুষ। তাই এরিস্টটল মনে করেন যে মাত্রাতিরিক্ত ও মাত্রাস্বল্পতা উভয়কেই বর্জন করতে হবে—কারণ কোনটি ভাল নয়। তাই বলা যায় যে, এরিস্টটলের মতে নৈতিকতার একটি দিক হলো বুদ্ধি দিয়ে সদগুণ যাচাই করা। সদগুণ হলো এমন একটি অবস্থা যা মানুষকে ভাল করে তোলে এবং যে কাজটি করতে সে ইচ্ছা করে সেটিকে উত্তমরূপে করতে সমর্থ করে তোলে। এক্ষেত্রে সদগুণের বিচারে "মধ্যক" মানদণ্ড বা নীতি হিসেবে গুরুত্ব লাভ করে। আমরা মধ্যক বলতে মাত্রাতিরিক্ততা ও মাত্রা স্বল্পতার মধ্যবর্তী অবস্থাকে বুঝি। ঐ হচ্ছে মধ্যপথ—সোনালী মধ্য-বিন্দু (Golden Mean)। প্রত্যেক চারিত্রিকগুণকে তিন স্তরে সাজানো যায়। প্রথম স্তরে থাকে চরম অতিরিক্ততা শেষ স্তরে থাকে চরম স্বল্পতা আর মধ্যস্তরটি হলো গুণ, পুণ্য বা শক্তি। প্রতিটি সদগুণ হচ্ছে মাত্রাস্বল্পতা ও মাত্রাতিরিক্ততা—এই দুইয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা। আর এই উগ্র গুণের প্রতিটি হচ্ছে পাপ। এরিস্টটল বিশ্বাস করেন যে, "...সদগুণ হলো এই প্রকারের গুণ যা হলো একটি মধ্যক অবস্থান, যা আবার সর্বোৎকৃষ্ট এবং সঠিক আর সকল দিক থেকেই একটি চূড়ান্ত অবস্থান।" (বেগম ২০১৮: ৭১) তিনি আরো বলেন, সদগুণ হলো এমন অবস্থা যা সম্ভাব্য সম্পূর্ণ বিপরীত দুটি গুণের মধ্যবর্তী কোনও একটি স্থানে অবস্থান করে। যেমন, সাহস একটি সদগুণ যা ভীরুতা এবং হঠকারীতার মধ্যবর্তী অবস্থানে আছে; অনুরূপভাবে লাজুকতা এবং লজ্জাহীনতার মধ্যবর্তী অবস্থা হচ্ছে বিনয়, কৃপণতা এবং অকৃপণতার মধ্যবর্তী অবস্থা উদারতা, ভাঁড়ামি এবং অসভ্যতার মধ্যবর্তী অবস্থা হচ্ছে হাস্যরস, অহমিকা এবং হীনতাবোধের মধ্যবর্তী অবস্থা হচ্ছে যথোচিত গর্ব। সদগুণের মধ্যে কোন রকম গুণের ঘাটতি কিংবা আধিক্য নেই। এরিস্টটল অনুসারে মধ্যকের (নৈতিক সদগুণ) একটি সংক্ষিপ্ত ছক নিম্নে উপস্থাপন করা হলো—

মাত্রাতিরিক্ত অবস্থা	মধ্যক (নৈতিক সদগুণ)	অতিমাত্রায় স্বল্পতা
লাজুকতা	বিনয়	লজ্জাহীনতা
হঠকারীতা	সাহস	ভীরুতা
অপব্যয়ীতা	উদারতা	কৃপণতা
দাম্ভিকতা	সত্যবাদিতা	ছদ্ম-বিনয়
অহমিকা	যথোচিত গর্ব	হীনতাবোধ
অমিতাচার	সংযম	অসংবেদনশীলতা

সুতরাং সদগুণ হলো মধ্যপন্থা নির্ণয় করার পদ্ধতি, যা ব্যবহারিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি বুদ্ধির দ্বারা এটি নির্ধারণ করে। তবে এরিস্টটলের মতে, কোন কর্ম সদগুণ সম্পন্ন হতে হলে সেই কর্ম—কর্তার স্ব-ইচ্ছায় সম্পাদিত হতে হবে। কর্তার ইচ্ছা নিরপেক্ষ কিংবা বাধ্যতামূলকভাবে কর্ম সম্পন্ন হলে তা সদগুণ হিসেবে বিবেচিত হবে না। ইচ্ছা নিরপেক্ষ ক্রিয়া কিংবা বাধ্যতামূলক ক্রিয়া সম্পাদন কোন মানুষকে সদগুণমণ্ডিত কিংবা অসদগুণেদুষ্ট বলে প্রতিপন্ন করতে পারে না। অর্থাৎ এরিস্টটলের মতে, ইচ্ছামূলক ক্রিয়া ব্যতীত অন্য ধরনের ক্রিয়া সম্পাদন দ্বারা মানুষ সদগুণমন্ডিত হতে পারে না। কোন ক্রিয়াকে সদগুণসম্পন্ন হতে হলে তা অবশ্যয় কর্তার ইচ্ছায় সম্পাদিত হতে হবে।

এরিস্টটল সদগুণের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, সদগুণ হলো মধ্যক নির্বাচনের প্রবণতা। তবে এই মধ্যক অপরিবর্তনশীল নয়, এটি নির্ভর করে কর্তা ও তার অবস্থার উপর। গণনা করে যে মধ্যক নির্ণয় করা হয় এটি তা নয়। গণিতের মধ্যক থেকে এটি ভিন্ন। কারণ গণিতে যেভাবে দুই চরমকে নির্ভুল হিসেবের আওতায় নিয়ে এসে তার গড় বের করা সম্ভব তা নীতি বা স্বভাবের বেলায় অসম্ভব। প্রত্যেকটি ঘটনার আনুষঙ্গিক অবস্থার সাথে সাথে মধ্যকের পরিবর্তন ঘটতে পারে। কাজেই মধ্যকের মানদণ্ডটি আপেক্ষিক।

এখানে মনে রাখা দরকার যে, সব কাজই মধ্যক অবস্থানে থাকবে এমন নয়, বিশেষ করে আবেগের ক্ষেত্রে এটি সত্য। এরিস্টটল মধ্যক নির্ণয় করার কোন নীতি উল্লেখ করেননি, যেমনটা আধুনিক যুগে বেন্থাম করেছেন সুখের পরিমাণগত মানদণ্ড নিরূপণ করতে গিয়ে। কাজেই মধ্যক নির্ণয় করাটা যৌক্তিকতা পাবে কি করে এমন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়। এরিস্টটল বলেন, সদগুণ হলো মধ্যক নির্বাচনের বিষয় এবং তা পছন্দের সাথে যুক্ত। ব্যক্তির কর্তব্য হলো সদগুণ অর্জন করা। যুক্তিবিদ্যার নিয়মানুসারে, কোন বিষয়ের সংজ্ঞা নিরূপিত হয় উক্ত বিষয়ের জাতি (Genus) এবং বিভেদক লক্ষণ (Differentia) উল্লেখ করে। সদগুণের ক্ষেত্রে এর জাতি হলো চারিত্রিক অবস্থা বা প্রবণতা এবং বিভেদক লক্ষণ হলো মধ্যক পছন্দ করার প্রবণতা। এরিস্টটলের মতে, মধ্যক নির্ণয়ের বিষয়টি পরিবেশ এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির উপর নির্ভর

করে। ব্যক্তি পরিবেশ অনুযায়ী তার বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে মধ্যপথ নির্ণয় করে। তাঁর মতে, মানুষের মাঝে যেমন আবেগ-অনুভূতি আছে, তেমনি আছে বিচার-বুদ্ধির ক্ষমতা। মানুষ কেবলমাত্র বুদ্ধিসম্পন্ন কিংবা কেবলমাত্র আবেগসম্পন্ন নয়। মানুষকে খণ্ডিতভাবে নয় পরিপূর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা উচিত। বুদ্ধির দিকটি মানুষের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি মানুষের তাত্ত্বিক জ্ঞানচর্চার বাহক। যদিও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মানুষ আবেগের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে; সেক্ষেত্রে এরিস্টটল মনে করেন আবেগের উপর বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণ থাকবে। সদগুণ মূলত বুদ্ধির বিষয়—বুদ্ধির বাইরে সদগুণ নেই। "তিনি দুই ধরনের সদগুণ উল্লেখ করেন, যেমন, বৌদ্ধিক (Sophia) যা তাত্ত্বিক প্রজ্ঞাকে নির্দেশ করে এবং নৈতিক (Phronesis) যা ব্যবহারিক প্রজ্ঞাকে বুঝায়।" (খানম ২০১৬: ৩৯) সোফিয়া এবং ফ্রনেসিস দুটোই নৈতিকতার সাথে সম্পৃক্ত। সোফিয়া বা তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা এমন সদগুণ যা অবিনশ্বর, অপরিবর্তনীয় সত্যকে তুলে ধরে। মানুষ এমন সদগুণের পরিবর্তন করতে পারে না। এরিস্টটল এই ধরনের সদগুণকে সোফিয়া বা বৌদ্ধিক সদগুণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। অপরদিকে ফ্রনেসিস বলতে তিনি চরিত্রের সদগুণকে বুঝিয়েছেন। চরিত্রের প্রলক্ষণ হিসেবে এগুলো মানুষের মধ্যে লক্ষ্য করা যায় যেমন—উদারতা, সাহস, ন্যায়পরতা প্রভৃতি। এসব সদগুণ অনুশীলন এবং যথার্থ অভ্যাসের মাধ্যমে অর্জিত হয়। এরিস্টটল মনে করেন যে, সোফিয়া বা তাত্ত্বিক প্রজ্ঞা কম মানুষেরই থাকে কিন্তু ফ্রনেসিস যা ব্যবহারিক জ্ঞান, সকল মানুষের মাঝে অনুশীলনের মাধ্যমে গড়ে তোলা যায়। সকল মানুষের মাঝে ফ্রনেসিসের উপস্থিতি তাই অপরিহার্য। সক্রেটিস তাঁর নৈতিক ব্যাখ্যায় সদগুণকে কেবল বুদ্ধিবৃত্তিক বলেছেন। তাঁর মতে, সদগুণের জন্য জ্ঞান ব্যতীত অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই। কোন ব্যক্তি যদি সঠিকভাবে চিন্তা করে তবে সে অবশ্যই যথোচিত কাজ করবে। এখানে সক্রেটিস মানুষের প্রবৃত্তির বিষয়টি সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছেন, যে প্রবৃত্তি সহজে নিয়ন্ত্রিত হয় না। একজন বিচার-বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকেও প্রবৃত্তি তার পথ থেকে বিচ্যুত করতে পারে। তবে এই প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় অভ্যাসের মাধ্যমে। নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা, সার্বক্ষণিক আত্মসংযম অনুশীলনের মাধ্যমে অবাধ্য প্রবৃত্তি সমূহকে বশীভূত করা যেতে পারে। একবার প্রজ্ঞার জোয়ালের অধীনে আনতে পারলে এই নিয়ন্ত্রণ অভ্যাসে পরিণত হয়। "এরিস্টটল তাই নৈতিকতার ক্ষেত্রে অভ্যাসের উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছেন। কারণ শুধু সদভ্যাস অনুশীলন করে একজন মানুষ ভালো হতে পারে।" (Stace 1967: 317) যেহেতু সদগুণ সহজাত নয় সেহেতু এরিস্টটল মনে করেন যে, সদগুণকে স্বাভাবিক প্রবণতায় নিয়ে আসা যায়। আমরা জানি মানুষ অভ্যাস থেকে অনুশীলন করে অনেক কিছু রপ্ত করতে পারে।

> কর্মের ভেতর দিয়েই মানুষের মনে এসব গুণের সমাবেশ ঘটে। আমরা যা বারবার করি তারই ফল আমরা। কাজেই শ্রেষ্ঠত্ব কর্ম বিশেষের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে অভ্যাসের উপর। (ডুরান্ট ২০১৪: ৮১)

কাজেই শৈশবকাল থেকেই শিশুর মাঝে চরিত্রের সদগুণ চর্চার স্বাভাবিক প্রবণতাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। শিশুর মাঝে নানা ধরনের আবেগ থাকে যেমন– ক্রোধ, নম্রতা, সহানুভূতি, ভয়-ভীতি এগুলো শিশুর মাঝে থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু এগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রেখে অভ্যাসের মাধ্যমে সঠিক পর্যায়ে প্রবণতায় পরিণত করা যায়। প্রবণতাগুলো সঠিকভাবে বিন্যস্ত করার জন্য শিশুকে নিয়মিত প্রশিক্ষণের মাঝে রাখতে হয়—এই প্রশিক্ষণ হলো অভ্যাস। আমরা এ পর্যন্ত দেখেছি যে, এরিস্টটলের সদগুণ কোন আবেগ বা ক্ষমতা নয়, এটি চারিত্রিক প্রবণতা (Disposition)। সদগুণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, যে বৈশিষ্ট্য অর্জিত এবং যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে এই বৈশিষ্ট্যের উৎকর্ষ ঘটানো যায়।

সমালোচনা

এরিস্টটল তাঁর *নিকোম্যাকিয়ান এথিক্স* গ্রন্থে নৈতিকতার ক্ষেত্রে সদগুণের উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি উদ্দেশ্য, অভিপ্রায়ের উপর গুরুত্ব দেননি যতটা দিয়েছেন মধ্যকের উপর। অথচ কাজের উদ্দেশ্য বা অভিপ্রায় নৈতিক মূল্যায়নের সাথে সম্পৃক্ত। আধুনিক যুগে কান্ট, বেন্থাম, মিলের নৈতিক তত্ত্বে এগুলো যথাযোগ্যভাবে স্থান পেয়েছে। এরিস্টটল প্রণীত মধ্যকের ছকের সমালোচনা করেছেন বার্ট্রান্ড রাসেল (১৮৭২-১৯৭০)। এই ছকটিকে তিনি কখনো কখনো অযৌক্তিক মনে করেন। যেমন সত্যবাদীতার বিষয়টি; কেউ একজন বলতেই পারেন যে, "আমি অতিমাত্রায় সত্যবাদী"। এটা কোন দাম্ভিকতা নয়। রাসেল বলেন,

> কিছু কিছু সদগুণ এই ছকের সাথে যথোচিত নয়; যেমন সত্যবাদিতা। এরিস্টটল বলেন যে, এটা দাম্ভিকতা এবং ছদ্ম-বিনয়ের মধ্যবর্তী অবস্থা, যে কোন বৃহত্তর অর্থেই সত্যবাদিতাকে এই ছকের অন্তর্ভূক্ত করার কোন কারণ আমি দেখি না। (Russell 1961: 186)

দুটি মন্দের মধ্যে মধ্যক নির্ণয়ের জটিলতা এরিস্টটল নিজেই সৃষ্টি করেছেন। হেনরি সিজউইক (১৮৩৮-১৯০০) এরিস্টটলের সমালোচনা করে বলেন, মধ্যক নির্ণয়ের জটিলতা এরিস্টটলের নৈতিক আলোচনাকে সমন্বিত রূপ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। কিছু বিষয় এরিস্টটল যা মন্দ মনে করে মধ্যকের দিকে ঝুকে পড়েন যা সঠিক নয়; মধ্যকের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করার জন্য যা উপযুক্ত তাকেও তিনি অনপুযুক্ত মনে করেন। সিজউইক এবং রাসেল দুজনেই উল্লেখ করেন যে, এরিস্টটল প্রণীত মধ্যকের ছকে "পরোপকারিতা" সদগুণের স্থান নেই, যদিও মানব কল্যাণের জন্য এই সদগুণটির গুরুত্ব কম নয়। এরিস্টটল দেখিয়েছেন যে সদগুণ নৈতিক এবং বৌদ্ধিক এই দুই প্রকারের। এই দুই প্রকারের সদগুণের মধ্যে পার্থক্যও বিদ্যমান। রাসেল নৈতিক সদগুণ থেকে বৌদ্ধিক সদগুণের পার্থক্যকে সমালোচনা করেছেন। রাসেল বলেন, এরিস্টটলের মতে নৈতিক সদগুণ মাত্রই দুটি চরম অবস্থানের মধ্যবর্তী অবস্থান হবে, কিন্তু বৌদ্ধিক সদগুণের ক্ষেত্রে এরিস্টটল তা অনুমোদন করেননি। নৈতিক এবং বৌদ্ধিক সদগুণের এমন পার্থক্যের জন্য এরিস্টটলের সদগুণ সম্পর্কিত তত্ত্ব সফলতা লাভ করেনি বলে রাসেল মনে করেন।

উপসংহার

দর্শনের ইতিহাসে প্রাচীন থেকে বর্তমান পর্যন্ত এরিস্টটলের সদগুণ নৈতিকতার ভূমিকা নিয়ে অনেক টানাপোড়ন হয়েছে কিন্তু তারপরেও সদগুণ বাস্তবতা ও ঘটনার পারিপার্শ্বিকতাকে প্রাধান্য দেয় বলে ব্যক্তির জন্য এটি অধিক কাম্য বলা যায়। বিভিন্ন দার্শনিক ও গবেষকগণ সমসাময়িক প্রেক্ষাপটের আলোকে যান্ত্রিক এবং ভোগবাদী জীবন থেকে নিষ্কৃতি পেতে সদগুণ নৈতিকতাকে কর্তব্যমূলক নৈতিকতা বা উপযোগবাদের বিকল্প হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। সদগুণ চর্চা ব্যক্তির নিজস্ব পছন্দের ব্যাপার সমাজ এটি নিয়ম করে আরোপ করে না, ফলে ব্যক্তির স্বাধীনতা এখানে অক্ষুণ্ন থাকে। বর্তমান অর্থনৈতিক মন্দার বাজারে "মিতব্যয়িতা" সদগুণ চর্চা ব্যক্তিগত জীবনে ব্যক্তিকে কম সমস্যাপূর্ণ জীবনের দিকে নিতে সহয়তা করে। এই বিষয়টিকে ব্যবহারিক দিক থেকেই গ্রহণযোগ্য বলতে হয়। সদগুণের শিক্ষা থেকে আমরা জানি যে, মানুষ সত্যবাদী হয়ে জন্মায় না, আবার মিথ্যাবাদী হয়েও জন্মায় না। মানুষ সত্যবাদী হয় অনুশীলন এবং অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে। আমরা আমাদের আবেগ-অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারি সদগুণের প্রবণতা এবং অনুশীলন করে। একটা কথা মনে রাখা দরকার যে, ভাল কাজ বারবার করার ফলে অভ্যাসে পরিণত হয় বা সদর্থক প্রবণতার সৃষ্টি করে, তেমনি মন্দ কাজও বারবার করার ফলে মন্দ প্রবণতাকে জাগিয়ে তোলে। তাই মন্দ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা যাবে ভাল কাজ করার প্রবণতা ও অভ্যাস গড়ে তোলার মধ্য দিয়ে। বিশেষ করে শিশুরা নিতান্ত কম বয়স থেকে যখন কথা বলা শুরু করে অস্পষ্টভাবে তখন থেকেই পরিবারের সাহচার্যে জানতে পারে ভাল কি মন্দ কি। কাজেই প্রথম থেকেই শিশুদের জন্যে সদগুণ অনুশীলনের বাস্তব ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সদগুণ অনুশীলনকে যুক্ত করতে হবে। শিশুরা শিক্ষকদের সাহচার্যে কিছু কাজ করবে যা স্কুলের নিয়মের মাঝেই পড়বে যেমন—সময়নিষ্ঠ হওয়া, বন্ধুদের মাঝে বই দেওয়া-নেওয়া, খেলার মাঠে যাওয়া, মাঠের শিষ্টাচার মেনে চলা ইত্যাদি। আমরা এভাবেই স্কুলগুলোতে শিশুদের চরিত্রে সদগুণ জাগিয়ে তুলতে পারি। এরিস্টটল তাঁর সময়ের আদর্শবান ব্যক্তিদের চরিত্রে সদগুণের চর্চা লক্ষ্য করেছেন এবং ঐ ব্যক্তিদের আদর্শকে সদগুণ হিসেবে তুলে ধরেছেন। আমরাও শিক্ষাক্ষেত্রে আদর্শ চরিত্রকে মডেল হিসেবে তুলে ধরতে পারি। আদর্শবান ব্যক্তি যেমন—মুহাম্মদ (সাঃ), বঙ্গবন্ধু, গান্ধী, নেলসন ম্যান্ডেলা প্রভৃতি চরিত্রের যে কোন ভালো দিকের উদাহারণ দিতে পারি শিশুদের সামনে যেন শিশুদেরকে আদর্শপ্রবণ হয়ে উঠতে এই সব চরিত্র প্রভাব রাখতে পারে। এরিস্টটলের নৈতিকতার এই ধরনের প্রভাব সম্পর্কে তাই রাধাকৃষ্ণন্ বলেন,

> এরিস্টটল তাঁর '*অর্গানন*' বা '*লজিক*' গ্রন্থটির ন্যায় তাঁর নীতিবিদ্যা গ্রন্থটিকেও এমন একটি আদর্শ হিসেবে সফলতার সাথে উপস্থাপন করেছিলেন, যা যুগ যুগ ধরে পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে নৈতিক সমস্যাবলির বৈজ্ঞানিক আলোচনার তাৎপর্য শিক্ষার প্রভাবক হিসেবে বিস্তার করবে। (Radhakrishnon 1967: 70)

এরিস্টটলের নৈতিক সদগুণ এটাও প্রমাণ করে যে, নৈতিক প্রগতি সম্ভব। মানুষের নৈতিক বোধ আছে কিন্তু এই বোধকে জাগ্রত করা, উন্নীত করা এবং উৎকর্ষ বিধান করা আমাদের জন্যে যথার্থ কাজ। সদগুণ এই যথার্থ কাজে সহায়তা করে।

কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে বর্তমান সময়ে মানুষ এতবেশি ভোগবাদী হয়ে পড়েছে যে সদগুণের প্রতি তাদের মনোনিবেশ করানো যায় না। সে কারণে আমরা লক্ষ্য করি যে নিয়মানুবর্তিতা, বাধ্যতা, শাসন, শাস্তি, লোভ সংযম, আবেগ সংযম অথবা ধীরে ধীরে ভাল অভ্যাস গড়ার দিকগুলো উৎসাহিত করার ব্যাপারে পরিবার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে। পরিবারগুলো শিশুদের কাছ থেকে ভাল গ্রেড প্রত্যাশা করে এবং গ্রেডগুলো কিভাবে উন্নীত করা যায় স্কুলগুলো সেই লক্ষ্যে শিক্ষা কারিকুলাম তৈরি করে। এমতাবস্থায় ভাল মানুষ গড়ে তোলার বিষয়টি গুরুত্ব হারাচ্ছে—ফলে মানুষ প্রতিনিয়ত আত্মকেন্দ্রিক ও ভোগবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এই অবস্থায় মানুষের মধ্যে সদগুণের চর্চা শুরু করাটা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ সম্পর্কিত এরিস্টটলের সদগুণ নৈতিক মতাদর্শকে সামনে রেখে আত্মকেন্দ্রিক ভোগবাদী সমাজের মোড় পরিবর্তন করতে আমরা সচেষ্ট হতে পারি।

তথ্যসূত্র

খানম, রাশিদা আখতার (২০১৬)। *নীতিবিদ্যা: তত্ত্ব ও বিশ্লেষণ*। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

ডুরান্ট, উইল (২০১৪)। *দর্শনের ইতিকাহিনী* (আবুল ফজল, অনু.)। দিব্য প্রকাশ, ঢাকা।

বেগম, হাসনা (২০১৮)। *এরিস্টটলের নিকোমেকিয়ান এথিক্স* (অনু.)। জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা।

Radhakrishnon, S. (1967). *History of Philosophy Eastern and Western*, voll. 2. George Allen and Unwin Ltd., London.

Russell, B. (1961). *History of Western Philosophy*. George Allen and Unwin Ltd., London.

Stace, W. T. (1967). *A Critical History of Greek Philosophy*. Macmillan, New York.

Thilly, F. (1978). *A History of Philosophy*. Central Book Depot, Allahbad.